

নং ৩৩.০০.০০০০.১১৭.৯৯.০১৩.১৭-৬৯৮

তারিখ : ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৫
১৩ ডিসেম্বর ২০১৮

বিষয়: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে (দপ্তর/খামার) কর্মরত মাষ্টাররোল 'শ্রমিক নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা' ২০১৮।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (দপ্তর/খামার) সরকারি কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের নিয়োগ, কর্মনির্বাহ, ভাতাদি প্রভৃতি সহ চাকরি ও কর্মনিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত 'শ্রমিক নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা' ২০১৮ নিম্নরূপ ভাবে প্রণয়ন করা হলো।

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তনঃ**

- ক) এই নীতিমালা 'জাতীয় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে (দপ্তর/খামার) কর্মরত মাষ্টার রোল শ্রমিক নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা, ২০১৮' নামে অভিহিত হইবে;
খ) এই নীতিমালার প্রয়োগ সমগ্র বাংলাদেশে হইবে;
গ) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।”

২। **সংজ্ঞা**

এই নীতিমালায় বিষয় ও প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে-

- ক) 'শ্রমিক' অর্থ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে (দপ্তর/খামার) সরকারি কাজে নিয়োজিত শ্রমিককে বুঝাইবে;
খ) 'শ্রমিকের ধরণ' অর্থ ২ (দুই) ধরনের শ্রমিক যথা: নিয়মিত শ্রমিক ও অনিয়মিত শ্রমিক;
গ) 'অনিয়মিত শ্রমিক' অর্থ পূর্বনির্ধারিত শ্রমিক পঞ্জিকা মতে অস্থায়ী/ সাময়িক/ মৌসুমী ধরণের সাময়িক কাজের জন্য নিয়োজিত শ্রমিককে বুঝাইবে।
ঘ) 'নিয়মিত শ্রমিক' অর্থ অনিয়মিত শ্রমিক সন্তোষজনকভাবে একাধারে ০৩ বৎসর কর্মরত থাকিলে নিয়মিত শ্রমিক বুঝাইবে (কোন শ্রমিক পঞ্জিকা বৎসরে ২৪০ দিন নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করিলে ০১ বৎসর বুঝাইবে)
ঙ) 'নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ' অর্থ শ্রমিক/শ্রমিকগণ যে প্রতিষ্ঠানে (দপ্তর/খামারে) কর্মরত আছে উক্ত প্রতিষ্ঠানের (দপ্তর/খামার) প্রধানগণকে বুঝাইবে।
চ) 'উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ' নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অব্যবহিত উপরের কর্মকর্তাকে বুঝাইবে।
ছ) 'কর্মবিরতি' যদি কোন শ্রমিক অননুমোদিতভাবে কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাজ থেকে বিরত থাকে অথবা কর্তৃপক্ষ প্রশাসনিক কারণে কোন শ্রমিককে কাজ থেকে বিরত রাখে তবে ঐ নির্দিষ্ট সময়কে কর্মবিরতি বুঝাইবে। ঐ ক্ষেত্রে কাজের ধারাবাহিকতা থাকবে কিন্তু মজুরি প্রাপ্য হইবে না।

৩। **অনিয়মিত (অস্থায়ী/সাময়িক/মৌসুমী) শ্রমিক নিয়োগের শর্তাবলীঃ**

- ক) বাংলাদেশের নাগরিক হইতে হইবে।
খ) নিয়োগের সময় একজন অনিয়মিত শ্রমিকের বয়স ১৮ হইতে ৪৫ বৎসরের মধ্যে হইতে হইবে।
গ) শারীরিক ও মানসিকভাবে যোগ্যতা সম্পন্ন হইতে হইবে।
ঘ) নিয়োগের সময় বয়সের প্রমাণ স্বরূপ জাতীয় পরিচয়পত্র / জন্ম নিবন্ধন সনদ দাখিল করিতে হইবে।
ঙ) পঞ্চম শ্রেণী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীকে অগ্রাধিকার স্বরূপ দেওয়া হইবে।
চ) প্রতিষ্ঠানের (দপ্তর/খামার) প্রয়োজনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে প্রতিষ্ঠান (দপ্তর/খামার) প্রধানের নেতৃত্বে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত কমিটির মাধ্যমে নিয়মিত/ অনিয়মিত শ্রমিক নিয়োগ করিতে হইবে।
ছ) নিয়মিত পদে কাজ করার জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানে (দপ্তর/খামার) শ্রমিক নিয়োগ দেয়া যাইবে না।

জ) চাকরির বিজ্ঞপ্তিকালীন সময়ে চাহিত শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি প্রাপ্তির পর পরবর্তী সময়ে অর্জিত কোন বাড়তি শিক্ষাগত ডিগ্রি/যোগ্যতা প্রদর্শনের মাধ্যমে কোন শ্রমিক অতিরিক্ত কোন সুবিধা দাবী করিতে পারিবেন না।
(ঝ) কর্তৃপক্ষ চাকুরীকালীন সময়ে যেকোন শ্রমিকের কর্মবন্টনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

৪। নিয়মিতকরণঃ

অনিয়মিত (অস্থায়ী/সাময়িক/মৌসুমী) শ্রমিককে নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে নিয়মিত করা যাইবেঃ

ক) প্রতিষ্ঠানে (দপ্তর/খামার) নিরবচ্ছিন্নভাবে কমপক্ষে ০৩ (তিন) বৎসর কর্মে নিয়োজিত থাকিতে হইবে। বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত ছাড়া পঞ্জিকা বৎসরে ২৪০ দিন কাজ করিলে নিরবচ্ছিন্ন ০১ (এক) বৎসর কাজ বুঝাইবে।

খ) নিয়মিত শ্রমিক পদ শূন্য হইলে অনিয়মিত (অস্থায়ী/ সাময়িক/ মৌসুমী) শ্রমিক হইতে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর নিয়মিত শ্রমিক নিয়োগ করা হইবে। নিয়মিতকরণের ক্ষেত্রে অনিয়মিত (অস্থায়ী/ সাময়িক/ মৌসুমী) শ্রমিকদের জ্যেষ্ঠতা অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক।

গ) নিয়মিতকরণের তারিখ হইতে শ্রমিকের নিয়োগকাল গণনা শুরু হইবে।

ঘ) একই তারিখে নিয়োগ প্রাপ্ত শ্রমিকের ক্ষেত্রে বয়সের ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হইবে।

ঙ) সন্তোষজনক চাকরি সম্পন্ন সাপেক্ষে অনিয়মিত শ্রমিককে নিয়মিত করা হইবে।

চ) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষই নিয়মিতকরণ কর্তৃপক্ষ বলে বিবেচিত হইবে।

৫। শ্রমিকের সংখ্যা নির্ধারণঃ

প্রতিষ্ঠানের (দপ্তর/খামার) প্রয়োজন মোতাবেক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে শ্রমিক নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালার আলোকে প্রতিষ্ঠান (দপ্তর/খামার) প্রধানগন প্রয়োজন অনুযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা নির্ধারণ করিবেন।

৬। নিয়োগ কালের অবসানঃ

কোন নিয়মিত শ্রমিকের বয়স ৬০ বৎসর পূর্ণ হইলে নিয়োগ কালের অবসান হইবে।

৭। নিয়োগ অবসানের আর্থিক সুবিধাঃ

প্রতি পূর্ণ বৎসর কার্যকালের জন্য ৩০ দিন হারে মজুরি পাওয়ার অধিকারী হইবেন। তবে এই সুবিধা ১২০০ দিনের মজুরির অধিক হইবে না।

উল্লেখ্য, কোন নিয়মিত শ্রমিক স্বেচ্ছায় অবসরে গমন/ মৃত্যুবরণ করিলে একই নিয়মে আর্থিক সুবিধা পাইবেন। তাহাছাড়া, কোন নিয়মিত শ্রমিকের দৈহিক / মানসিক অসমর্থতা বা নিরবচ্ছিন্ন অসুস্থতার কারণে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাহাকে চাকরি হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবেন এবং উক্ত শ্রমিক একই নিয়মে আর্থিক সুবিধা পাইবেন।

৮। মজুরি ও মজুরি প্রদান পদ্ধতিঃ

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে (দপ্তর/খামার) নিয়োজিত শ্রমিক দৈনিক কাজ করিলে মজুরি পাইবেন। না করিলে মজুরি পাইবেন না ভিত্তিতে মজুরি প্রদান করা হইবে। খামারের শ্রমিক (নূন্যতম মজুরি) অধ্যাদেশ ১৯৮৪ অনুসারে মজুরি নির্ধারণ পদ্ধতি চালু থাকিবে এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময়ে সময়ে তা পুনঃ নির্ধারণ করা যাইবে।

নিয়মিত/ অনিয়মিত (অস্থায়ী/ সাময়িক/ মৌসুমী) শ্রমিকের মজুরি শ্রমিকের ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করা যাইবে।

৯। দৈনিক কাজের সময়কালঃ

একজন শ্রমিকের দৈনিক কর্মঘন্টা ০৮ ঘন্টা হইবে এবং ০৮ ঘন্টা কাজের জন্য ০১ (এক) টি হাজিরা পাইবেন। ০৮ ঘন্টার কম সময় কাজের জন্য হারাহারি হারে হাজিরা পাইবেন।

১০।

ছুটির প্রাপ্যতাঃ

প্রত্যেক নিয়মিত শ্রমিক নিম্নবর্ণিত ছুটি পাইবেনঃ

ক) নৈমিত্তিক ছুটিঃ

প্রত্যেক পঞ্জিকা বৎসরে ১০ (দশ) দিন।

খ) সরকারী ছুটিঃ

প্রত্যেক পঞ্জিকা বৎসরে ১৪ (চৌদ্দ) দিন।

গ) প্রসূতি ছুটিঃ

একজন নিয়মিত মহিলা শ্রমিক প্রসবকালীন সময়ে ০৪ (চার) মাস মাতৃত্বকালীন ছুটি পাইবেন। এই সুবিধা কোন মহিলা শ্রমিক কর্মকালীন জীবনে ০২ (দুই) বারের বেশী পাইবেন না।

ঘ) সাপ্তাহিক ছুটিঃ

একজন নিয়মিত শ্রমিক প্রতি সপ্তাহে ০১ (এক) দিন সাপ্তাহিক ছুটি পাইবেন। তবে সকল শ্রমিককে একসাথে একই দিন ছুটি প্রদান করা যাইবে না। কর্তৃপক্ষ কর্মসূচীতে উল্লেখিত মতে পালাক্রমে প্রতি শ্রমিককে সাপ্তাহিক ছুটি প্রদান করিবেন।

১১। উৎসব ছুটি ও ভাতাঃ

প্রত্যেক নিয়মিত শ্রমিক ৩০ দিনের মজুরির সমপরিমাণ অর্থ বছরে ০২ (দুই) টি এবং প্রত্যেক অনিয়মিত শ্রমিক বছরে ২৪০ দিন একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকা স্বাপেক্ষে বছরে ৩০ দিনের মজুরির সমপরিমাণ অর্থ বছরে ০১ (এক) টি করিয়া উৎসব ভাতা পাইবেন।

১২। চিকিৎসা ও আর্থিক সুবিধাঃ

প্রতিষ্ঠানে (দপ্তর/খামার) কর্মরত অবস্থায় কোন শ্রমিক আহত হইলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সরকারী হাসপাতালে তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবেন। শর্ত থাকে যে, কোন শ্রমিক কার্যরত অবস্থায় আহত বা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী উপযুক্ত চিকিৎসা ও আর্থিক সুবিধা পাইবেন।

১৩। শাস্তির ভিত্তিঃ

ক) অসাদাচরণঃ

I) একাকী বা সংঘবদ্ধভাবে কোন কর্মকর্তার আইনানুগ বা যুক্তি সংগত আদেশ ইচ্ছাকৃতভাবে পালন না করা বা অমান্য করা;

II) ছুটি ব্যতিরেকে অভ্যাসগত অনুপস্থিতি বা ছুটি ব্যতিরেকে ০৭ (সাত) দিনের অধিক অনুপস্থিতি।

III) অভ্যাসগত বিলম্বে উপস্থিতি;

IV) প্রতিষ্ঠানে (দপ্তর/খামার) প্রযোজ্য যে কোন আইন বা নিয়ম বা বিধান ভঙ্গ করা;

V) কর্তব্য কাজ না-করার অভ্যাস বা কাজে অবহেলা;

খ) রাষ্ট্রবিরোধী ও নাশকতামূলক কর্মকান্ডঃ

I) প্রতিষ্ঠানে (দপ্তর/খামার) অন্যায়ভাবে হাঙ্গামা ঘেরাও বা উচ্ছৃঙ্খল আচরণ অথবা নিয়মানুবর্তিতা নষ্টকারী কোন কাজ করা;

II) প্রতিষ্ঠানের (দপ্তর/খামার) সম্পদ/ নথিপত্রের ক্ষতি করা, নষ্ট করা বা বিকৃত করা;

III) রাষ্ট্রবিরোধী কোন কাজ করা।

গ) দুর্নীতিঃ

I) নিয়োগকারীর খামার সংক্রামক ব্যাপারে চৌর্য, প্রতারণা বা অসাধুতা;

II) নিয়োগকারীর অধীনে নিজের বা অন্য কোন শ্রমিক এর নিয়োগের ব্যাপারে ঘুষ বা অনৈতিক কোন পারিতোষিক গ্রহণ বা প্রদান;

১৪। শাস্তিদানের পদ্ধতিঃ

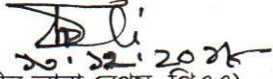
ক) অনুচ্ছেদ ১৩ এ উল্লিখিত অসাদাচরণ বা রাষ্ট্রবিরোধী ও নাশকতামূলক কর্মকান্ড বা দুর্নীতির জন্য একজন শ্রমিককে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত সাপেক্ষে অপসারণ, পদচ্যুতিসহ সাময়িকভাবে কাজ হতে বিরত রাখা যাইবে;

খ) শাস্তির ক্ষেত্রে দন্ডদেশের একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট শ্রমিককে সরবরাহ করিতে ইহবে;

গ) অভিযুক্ত শ্রমিককে সাময়িকভাবে কাজ হইতে বিরত রাখা হইলে, বিরত রাখার তারিখ হইতে অনধিক ০৪ মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হইবে। নতুবা অভিযোগ আপনা-আপনি খারিজ বলিয়া গণ্য হইবে। তবে নাশকতার ক্ষেত্রে অনধিক ০১ মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হইবে।

ঘ) কোন প্রতিষ্ঠানে (দপ্তর/খামার) কর্মরত শ্রমিকদেরকে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের (দপ্তর/খামার) প্রধানগণ শাস্তি প্রদান করিতে পারিবেন।

- ১৫। সাময়িক বরখাস্তকালীন প্রাপ্যঃ কর্মবিরতিতে থাকাকালীন শ্রমিক দৈনিক মজুরির এক তৃতীয়াংশ প্রাপ্য হইবেন।
- ১৬। আপীলঃ স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে (দপ্তর/খামার) কর্মরত শ্রমিককে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠান (দপ্তর/খামার) প্রধানের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নিকট ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে আপীল করিতে হইবে।


শাহীন আরা বেগম, পিএএ

উপসচিব

টেলি: ৯৫৪৬১১১

E-mail: livestock-1@mofl.gov.bd

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

- ০১। সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০২। সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৩। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৪। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৫। অতিরিক্ত সচিব (প্রাণিসম্পদ-২), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৬। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৭। মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।
- ০৮। মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, রমনা, ঢাকা।
- ০৯। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সাভার, ঢাকা।
- ১০। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মাৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ।
- ১১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা।
- ১২। যুগ্ম সচিব (প্রাণিসম্পদ-১)/ প্রাণিসম্পদ-৩/ প্রাণিসম্পদ-৪, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৩। উপ-পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, ঢাকা/ চট্টগ্রাম/ সিলেট/ রংপুর/ ময়মনসিংহ/ বরিশাল/ খুলনা/ রাজশাহী।
- ১৪। উপ-পরিচালক, কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার, সাভার, ঢাকা।
- ১৫। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৬। জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (সকল)।
- ১৭। সিস্টেম এনালিস্ট, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। (মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)